দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 0 2 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৩

বঞ্চিত প্রকাশকদের বইমেলা
শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু

সয়দ সোহরাব ॥ বাংলা একাডেমীর অমর একুশে ইমেলায় স্টল পায়নি এমন প্রকাশকরা এবার পৃথক ইমেলার আয়োজন করেছে। শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে এই মলা শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার। মেলার ামকরণ দেয়া হয়েছে 'ভাষা শহীদ গ্রন্থমেলা ২০০৮'। াংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির বঞ্চিত কাশকরা একত্রিত হয়ে দিপায়ন ট্রেড কেয়ার এ্যান্ড র্গানাইজেশনের সহযোগিতায় এই মেলার আয়োজন করে লেছে। বাংলা একাডেমীতে স্টল বরাদ্দ না পাওয়ায় এবার ঞ্চিত প্রকাশকদের লগ্নিকৃত প্রায় ১০ কোটি টাকা ঝুঁকির ধ্যে পড়ে গেছে। তাই এই মেলা আয়োজনে বাধ্য য়েছেন বলে জানালেন বঞ্চিত প্রকাশকরা। বঞ্চিত কাশকদের সর্বসম্মতিক্রমে দিপায়নের সঙ্গে এই মেলা য়োজনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন গ্রন্থকানন প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী াহজাহান আবদালী ও ব্রাদার্স পেপারস এ্যান্ড াবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী ফখরুদ্দীন আহমেদ ভূঁইয়া।

কাশক শাহজাহান আবদালী জনকণ্ঠকে বলেন, বিগত ৮-০ বছর যাবত বাংলা একাডেমীর মেলা করে আসছে এমন ০টিরও বেশি প্রকাশককে এবার মেলায় স্টল দেয়া হয়নি। মলা কমিটিরই প্রকাশক প্রতিনিধিদের ষড়যন্ত্রে এবার নেক স্বনামখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্টল পেতে বঞ্চিত য়েছে। তারা (প্রকাশক প্রতিনিধি) তাদের আত্মীয়বহ অনেক তুন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে স্টল দিয়েছে (বাংলা একাডেমীর তিমালা উপেক্ষা করে), কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত যারা মেলা রে আসছে তাদের স্টল দেয়নি। নিজেরা একচেটিয়া াবসা করার জন্যই এমনটি করেছে।

নি আরও বলেন, বঞ্চিত প্রকাশকরা ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা করে লগ্নি করেছে এই ব্যবসায়। তাদের লগ্নি করার মূল লক্ষ্যই থাকে একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে। তারপর যদি কারও ষড়যন্ত্রে মেলায় স্টল না পাওয়া যায়, তাহলে এই ব্যবসায়ীদের অবস্থা কেমন হয় ভেবে দেখুন। বঞ্চিত প্রকাশকদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। কারণ অধিকাংশ প্রকাশকই ব্যাংক ঋণ নিয়ে অথবা ঘরের গহনা বিক্রি বা বন্ধক রেখে ব্যবসায় টাকা খাটিয়েছে, তাদের এখন কি হবে? এই দিকটি ভেবে দেখেনি বাংলা একাডেমী। প্রকাশক প্রতিনিধিদের কথা অনুযায়ী অনেক নামকরা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করেছে স্টল থেকে। তাই আলাদা মেলার আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছি আমরা।

শাহজাহান আবদালী আরও বলেন, বিগত ১৪ বছর যাবত ডবল ইউনিটের স্টল নিয়ে আমি মেলা করে আসছি। কিন্তু প্রকাশক প্রতিনিধিদের কারসাজিতে এবার আমাকে সিঙ্গেল স্টল দেয়। তাই মেলা থেকে আমি আমার প্রকাশনার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আমার গ্রন্থকানন প্রকাশনীর প্রায় ৩শ' প্রকাশনা রয়েছে। গত বছরও ১৫টির অধিক সৃজনশীল প্রকাশনা বের হয়েছিল এবং চলতি বছরেও ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১০টি সৃজনশীল প্রকাশনা (যেমন-বাঙালীর স্বাধীনতার পটভূমি, বাংলাদেশের প্রত্নকীর্তি, '৭১-এর বীরশ্রেষ্ঠ, বাঙালী নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য) নিয়ে এসেছি। তার পরও, আমাকে কিভাবে সিঙ্গেল স্টল দেয় তা বুঝতে পারছি না। বাংলা একাডেমীর নীতিমালার সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমাকে ডবল ইউনিট দেয়া হয়নি এবং সিঙ্গেল ইউনিট পাওয়ার পর আপীল করেও ডবল ইউনিট না পাওয়ায় মেলা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেই। এছাড়া আমি নিজে লেখক, আমার ২৮টি বই রয়েছে এবং বাংলা একাডেমীর মেম্বার সত্ত্বেও আমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজিত মেলায় স্টল থাকবে ১০০ টি। বাংলা একাডেমীর মেলায় যে সকল প্রকাশকের স্টল রয়েছে, তারা একই ব্যানারে এই মেলায় স্টল নিতে পারবে না। তবে অন্য ব্যানারে স্টল নিতে পারবে। এই মেলা চলবে পয়লা মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলা চলবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, বিগত ৮-১০ বছর যাবত যারা বাংলা একাডেমীতে মেলা করে আসছে অথচ এবার স্টল পেতে বঞ্চিত হয়েছে এমন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রাদার্স পেপারস এ্যান্ড পাবলিকেশন, যোগাযোগ পাবলিকেশন, ইমন প্রকাশনী, শিলা প্রকাশনী, শ্যামল বুক স্টল, সুলেখা প্রকাশনী, চয়ন প্রকাশন, মহুয়া বুকস, সুবর্ণরেখা, একতা প্রকাশ, জনপ্রিয় প্রকাশনী।

তিনি জনকণ্ঠকে আরও বলেন, আমরা কারও প্রতিপক্ষ হতে চাচ্ছি না। নিজেদের ঋণের লগ্নিকৃত টাকা ওঠানোর জন্যই এই মেলার আয়োজনে বাধ্য হয়েছি। আশা করছি কবি, সাহিত্যিক, বইপ্রেমী পাঠকবন্দ আমাদের এই মেলায় এসে